ভাবনা লাঘব করেছে বহুজ

এই চাষিরা বলছেন, গোটা প্রকল্পটির ব্যবসায়িক কৌশলই তাঁদের বাজার ও দামের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা দিয়েছে। যেখানে খরচের প্রেক্ষিতে আলুর দরটাই আগে থেকে ঠিক করা থাকে বলে লাভ বই লোকসান হয় না। বস্তুত, দালাল না থাকা, আলুর বাজার ও তার দর আগাম স্থির হওয়ার কারণে গোটা প্রক্রিয়াটিকেই অনেক স্বচ্ছ বলে মনে করছেন চাষিরা। তাই এ ধরনের কৃষিপণ্য উপাদনের ক্ষেত্রে তাঁরা স্বাগত জানাচ্ছেন বেসরকারি পুঁজিকে।

রাজ্যে তাঁদের কর্মপন্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা জানাতে বৃহস্পতিবার পানপাড়া মৌজায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বহুজাতিক সংস্থাটির কর্তারা। সেখানেই ছিলেন তারক নায়েক, মহাদেব প্রামাণিক, অনিল চট্টোপাধ্যায়ের মতো বহু আলুচাষি। তাঁদের দাবি, চুক্তিতে হলেও যে পদ্ধতিতে বহুজাতিক সংস্থাটির জন্য তাঁরা আলু চাষ করেন, তা অনেক বেশি 'সুরক্ষিত'। বাজারের ওঠাপড়ার আঘাত কার্যত নেই। চাষের খরচের আগাম হিসেব করে তারই ভিত্তিতে ঠিক হয় পরের বছর আলু ওঠার সময় চাষি কী দাম পাবেন। আর চুক্তি মোতাবেক তার পুরোটাই কিনে নেয় সংস্থাটি। ফলে দামের মতোই বাজার নিয়েও কোনও সংশয় নেই। অমরবাবু বলেন, "এ বার ওঁরা ৫০ কেজির বস্তা পিছু ৩০০-৩২০ টাকা দেবেন বলেছেন।"

২০০৩-এ প্রথম বার বহুজাতিক সংস্থাটির জন্য এক একর জমিতে আলু চাষ করেন তারকবাবু। সব মিলিয়ে তাঁর আট একর জমি। তার মধ্যে ৬ একর জমিতে এ বার তিনি চাষ করছেন। পুণ্যগ্রামের মহাদেব প্রামাণিক আবার এই বারই প্রথম বহুজাতিক সংস্থাটির জন্য আলু চাষ করেছেন। গত বছর আলুর দর না পাওয়ায় প্রায় দশ হাজার টাকা ঋণের বোঝা এখনও তাঁর মাথার উপরে। এ বার তাই নিজের দু'একর জমির মধ্যে এক একরে 'পেপসিকো'র জন্য আলু চাষ করছেন তিনি।

কিন্তু আলুর গুণমান খারাপ হলে এবং সংস্থাটি তা না নিলে তখন কী হবে? চাষিদের বক্তব্য, সাধারণ চাষের ক্ষেত্রেও কিছু আলু খারাপই থাকে। বরং পেপসিকো-র চাষের পদ্ধতি ঠিকমতো মানলে খারাপ আলু কম বই বেশি হয় না বলেই তাঁরা অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছেন। কিন্তু বাজারে আলুর দরও তো বেশি উঠতে পারে। বস্তুত, ২০০৮-এ বহুজাতিক সংস্থাটি যে দাম দিয়েছিল তার চেয়ে বাজারদর কিছুটা বেশিই উঠেছিল। সে কথা মেনেও চাষিদের দাবি, তখনও তাঁদের লাভের অঙ্কটা যথেষ্ট ছিল। বরং বাজারদর কমলেই লোকসানের ভয় বেশি। আলুচাষি অনিলবাবু জানালেন, গত বছরও বিঘা প্রতি তাঁর লাভ